ঘরোয়া পদ্ধতিতে মাছের পরিপূরক খাবার তৈরি এবং প্রয়োগ

১) খাবার তৈরির পদ্ধতি

i. ধানের তুষ ও সরষের খোল ১:১ অনুপাতে মেশাতে হবে (এর সাথে অল্প পরিমান চিটা গুড় দেওয়া যেতে পারে)।

ii. ধানের তুষ ও সরষের খোলের মিশ্রণকে সারারাত জলে ভিজিয়ে রেখে পরের দিন কিছুটা গোল আকৃতির খাবার তৈরি করে এবং বাকিটা জল মিশিয়ে তরল করে সারা পুকুরে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে অথবা চেক ট্রে তে দেওয়া যেতে পারে।

iii. এর সাথে বাজারের মাছের পরিত্যক্ত অংশ বা শুকনো মাছের গুঁড়ো যুক্ত করা যেতে পারে।

iv. ট্রে গুলিকে জলের ১ থেকে ১.৫ ফুট নিচে স্থাপন করতে হবে, কাঠামোর সাথে।

v. খুব ভালো ফল পেতে, মাছের খাদ্য প্রয়োগ নিয়মিত, এবং একই সময়ে ও জায়গায় প্রয়োগ করতে হবে।

vi. খাবারের অনুপাত মাছের গড় ওজন অনুযায়ী হিসেব করা হবে, যা প্রতি ২৫ থেকে ৩০ দিন অন্তর জাল টেনে নির্ধারণ করতে হবে।

টেবিল ১. মাছের গড় ওজন ও খাবারের শতাংশ

মাছের ওজন	খাবারের শতাংশ (%)
১০০ গ্রাম	৪-৫
৫০০ গ্রাম	২-৩
১ কিঃগ্রাঃ	১-২

টেবিল ২. মাছের বয়স অনুযায়ী খাবারের পরমান (১ বিঘা পুকুরে ২০গ্রাম করে ১২০০ মাছের জন্য)

চাষের সময়কাল	দৈনিক খাবারের পরিমান
১ম মাস	৮০০ গ্রাম
২য় মাস	১ কিঃগ্রাঃ
৩য় মাস	১.২ কিঃগ্রাঃ
৪র্থ মাস	১.৬ কিঃগ্রাঃ
৫ম মাস	২ কিঃগ্রাঃ
৬ষ্ঠ মাস	২.৪ কিঃগ্রাঃ
৭ম মাস	২.৮ কিঃগ্রাঃ
৮ম মাস	৩.২ কিঃগ্রাঃ
৯ম মাস	৩.৬ কিঃগ্রাঃ
১০ম মাস	৪ কিঃগ্রাঃ
১১তম মাস	৪.৪ কিঃগ্রাঃ
১২তম মাস	৪.৮ কিঃগ্রাঃ

মাছের পুকুরে কার্যকলাপের সময়সূচী

১) দৈনিক কার্যকলাপ

i. পুকুর পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষন (জলের রং, মাছের অস্বাভাবিক আচরণ, পুকুরের বাঁধের অবস্থা, মরা বা রোগাক্রান্ত মাছ) প্রয়োজন।

ii. মাছের দৈহিক ওজনের অনুপাতের উপর ভিত্তি করে খাবারের মান নির্ধারন করতে হবে। তা নাহলে অতিরিক্ত খাবার পুকুরের জল নষ্ট করতে পারে।

iii. মেঘলা দিনে, খেয়াল রাখতে হবে মাছেরা জলের উপরের স্তরে খাবি খাচ্ছে কিনা। যদি দীর্ঘ সময় ধরে এই ঘটনা হতে থাকে তবে পাম্প চালিয়ে জলে অক্সিজেন বাড়াতে হবে।

২) সাপ্তাহিক কার্যকলাপ

i. সপ্তাহে ১ থেকে ২ বার, একটি বাঁশ, চেইন, বা বাঁধা ইটের টুকরো,ইত্যাদি দিয়ে পুকুরের তলদেশে ভালো করে ঘেটে দিলে পুকুরের তলদেশে বায়ু চলাচল এবং জমে থাকা গ্যাস বেরিয়ে যাবে।

ii. সপ্তাহে অন্তত একবার জলের প্যারামিটার গুলি নির্ধারন করা প্রয়োজন। এবং পুকুরের উপরের চলে আসা গাছের শাখা প্রশাখা গুলি কেটে ফেলতে হবে।

৩) মাসিক কার্যকলাপ

i. প্রতি মাসে অন্তত একবার পুকুরে জাল দেওয়া এবং মাছের সাধারণ স্বাস্থ্য(মাছের সুস্বাস্থ্য, বৃদ্ধি, কোন রোগের প্রাদুর্ভাব, ইত্যাদি) পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক। পুকুরের জলের pH বজায় রাখার জন্য ২৫ থেকে ৩০ দিনের ব্যবধানে নিয়মিত চুন প্রয়োগ (২৫ কেজি/ বিঘা)করতে হবে।